দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ..2 6 JUL-1998 ... ...
পৃঃ ৭ ... কলাম ... ৩...

সমস্যার আবর্তে মাদ্রাসা-ই-আলিয়া

শাহীন আহমদ

পূর্ব প্রকাশিতের পর

শিক্ষক অপ্রতুলতার কারণে যথার্থভাবে পড়ালেখার কাজ ব্যাহত হচ্ছে। শূন্য পদগুলো পূরণের জন্য তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমির উদ্দীন সরকারের কাছে মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার অধ্যক্ষ আবেদন জানান। স্মারক নং-১৭৩(১) জি-১০, তাং ৯-৬-৯১ইং।

বিভাগ	শূন্যপদ
(১) আল-কোরআন-	২টি প্রভাষকের পদে
(২) আল-হাদীস-	১টি সহকারী অধ্যাপক, ২টি প্রভাষক পদ
(৩) তাফসীর-	১টি প্রভাষকের পদ
(৪) ফিকাহ-	২টি প্রভাষকের পদ
(৫) পুরাতন আরবী-	১টি সহকারী অধ্যাপক, ২টি প্রভাষকের পদ
(৬) আধুনিক আরবী-	২টি পভাষক পদ
(৭) তারিখুল ইসলাম-	২টি সহকারী অধ্যাপক, ১টি প্রভাষকের পদ
(৮) আকাঈদ-	২টি প্রভাষকের পদ
(৯) প্রদর্শক জীববিজ্ঞান-	১টি
(১০) শরীরচর্চা শিক্ষক -	১টি
(১১) গ্রন্থাগারিক গেজেটেড-	১টি
(১২) সহকারী গ্রন্থাগারিক-	১টি
(১৩) সহকারী শিক্ষক-	১টি
(১৪) সহকারী শিক্ষক বিজ্ঞান-	১টি
(১৫) প্রধান সহকারী-	১টি (৮০০-১০০০) স্কেল
(১৬) মুদ্রাক্ষরিক-	১টি (৭০০-১৪১৫) স্কেল
(১৭) ম্যাকানিক কাম-ইলেকট্রিশিয়ান-	১টি (৭০০-১৪১৫) স্কেল

উপরন্তু ১৯৮২ সালে এনাম কমিটির রিপোর্টে মাদ্রাসা-ই-আলিয়াকে অবহেলা করা হয়েছে। নিয়োগবিধির জটিলতার কারণে পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ না হওয়ার কারণে শিক্ষাদান দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

লাইব্রেরী সমস্যা ঃ মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার লাইব্রেরী উপমহাদেশে অন্যতম বৃহত্তম লাইব্রেরী। এতে ভিন্ন ভাষার ৩০ হাজারেরও অধিক দুষ্প্রাপ্য কিতাব আছে। এখানে মোগল ইংরেজ আমলের অনেক জরুরী বোর্ড ও গেজেট আছে। যা অন্য কোথাও নেই। এত বই থাকা সত্ত্বেও ছাত্রদের প্রয়োজনীয় বই লাইব্রেরী থেকে প্রদান করা হয় না। অনেক কিতাব পর্যাপ্ত না থাকাতে ছাত্রদের ফটোকপি করে দেয়া হচ্ছে এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। তাছাড়া প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারী না থাকার কারণে বইগুলো অযত্ন-অবহেলায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ছাত্র ও গবেষকরা লাইব্রেরীতে বসে জ্ঞান আহরণ করতে পারছে না।

শিক্ষকদের জন্য নির্ধারিত আবাসিক স্থান না থাকাতে তাদেরকে বাইরে অত্যন্ত কষ্ট করে থাকতে হচ্ছে। রাস্তায় যানজট থাকার কারণে অনেক শিক্ষক যথাসময়ে ক্লাস নিতে পারছেন না এবং বিচ্ছিন্নভাবে থাকাতে তাদের নিরাপত্তাও নিশ্চিত হচ্ছে না।

উপরোক্ত সমস্যাবলী মাদ্রাসা-ই-আলিয়াকে অক্টোপাসের মত জড়িয়ে আছে। জরুরী ভিত্তিতে এর সমাধান আশু প্রয়োজন। ঐতিহ্যবাহী এ দ্বীনি প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করা সকল মুসলমানদের একান্ত কর্তব্য।

আমরা আশা করব এই সরকারের আমলে মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার উন্নতি সাধিত হবে। *(সমাপ্ত)*